কুরআন-সুন্নাহর আলোকে

তাবিজাত

[আমল, তদবীর ও চিকিৎসা]

[১ম হতে ৬ষ্ঠ ভাগ সম্পূর্ণ একত্রে]

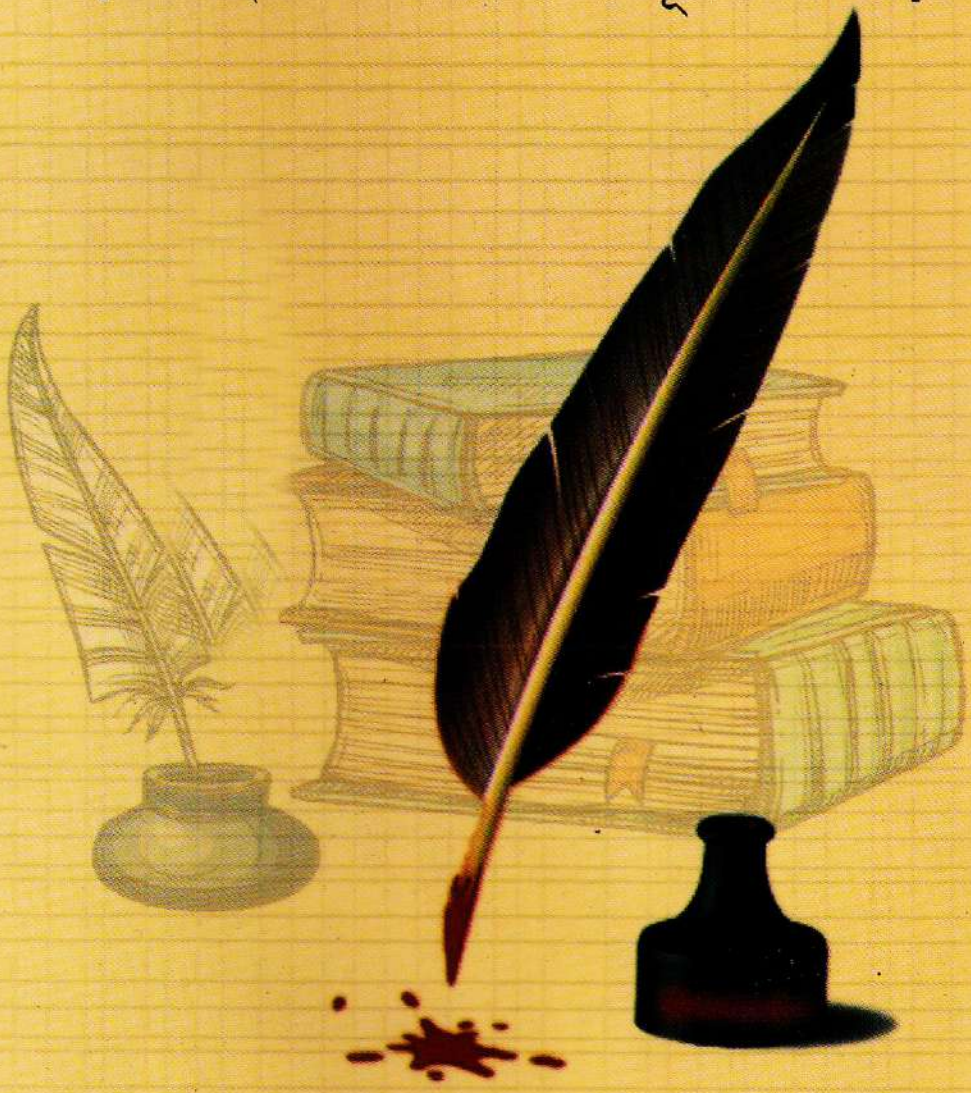

মাওলানা মোহাম্মদ রুহুল আমিন বশিরহাটী রহ.

১৯নং
যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যা হয় পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে না তাহার তদবীর।

১। তাহার গর্ভ তিন মাস অতীত না হওয়ার পূর্বে হরিণের পাতলা চামড়ার উপর নিম্নোক্ত কয়েকটি দোয়া গোলাব ও জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া তাবিজ করিয়া গলায় বা হস্তে ধারণ করিবে।

الله يعلم ما تحمل كل انثى وما تغيض الارحام وما تزداد ط وكل شئ عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٥ يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا۔ بحق مريم وعيسى ابنا صالحا طويل العمر بحق محمد واله *

২। স্ত্রীলোকের পেটে ৭০ বার অঙ্গুলি দ্বারা নিম্নোক্ত প্রকার গোলাকার বৃত্ত (দাএরা) টানিবে, দাএরা টানা কালে প্রত্যেক বারে 'ইয়া মাতিনু' পড়িবে, ইহাতে পুত্র সন্তান জন্মিবে।

গোলাকার বৃত্তটি এই :-

২০নং
বন্ধা (বাঁজা) স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার উপায়।

নিম্নোক্ত আয়াতটি হরিণের পাতলা চামড়ায় গোলাপ জাফরাণ দ্বারা লিখিয়া তাহার গলায় বাঁধিবে।

وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ اَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْاَرْضُ اَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتٰى ط بَلْ لِّلّٰهِ الْاَمْرُ جَمِيْعًا ٥ (سورة الرعد : ٣١)

ছালামুন আ'লা ইলইয়াছিন (ছূরা সাফ্ফাত-১৩০)। ছালামুন আলায়কুম তিবতুম ফাদখুলুহা খালিদিন। ছালামুন হিয়া হাত্তা মাৎলায়িল ফাজর (ছূরা কাদর- ৫)। কাফ, হা, ইয়া, আইন, ছাদ, হা, মিম, আইন, ছিন, কাফ।"

উপরোক্ত দোয়া ফজর মাগরিবে তিন তিন বার পড়িয়া দুই হাতের তালুতে ফুক দিয়া সমস্ত শরীর মাছাহ করিলে, জ্বিন, ভূত, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ইত্যাদি যাবতীয় ক্ষতিকর বিষয়ের আক্রমণ ও আছমানী বিপদ-আপদ হইতে নিরাপদে থাকিবে।

৪নং

কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর।

(١) كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيْدِ ○ (سورة الكهف : ١٨)

(১) "কালবুহুম বাছিতুন জিরায়া'য়হি বিল অছিদি।"

(٢) إِنَّهُمْ يَكِيْدُوْنَ كَيْدًا وَّأَكِيْدُ كَيْدًا فَمَهِّلِ الْكٰفِرِيْنَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا * (سورة الطارق : ١٥-١٧)

(২) "ইন্নাহুম ইয়াকিদুনা কায়দাঁও অ-আকিদু কায়দা, ফামাহ্হিলিল কাফিরিনা আমহিলহুম রুয়ায়দা।

উপরোক্ত দুইটি দোয়ার কোন একটি তিনবার পড়িয়া কুকুরের দিকে ফুঁক দিবে।

৫নং

ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প ও বৃশ্চিক হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায়।

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ كُلِّهَا مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ○

"আউজু বিকালিমাতিল্লাহিত্তাম্মাতি কুল্লিহা মিন শাররি মা খালাকা।"

ফজর ও মাগরিবে তিন তিনবার পড়িবে। জনাব নবি করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদেশ ভ্রমণ কালে প্রত্যেক মঞ্জিলে নামিয়া উহা পড়িতেন। যতক্ষণ মঞ্জিল ত্যাগ করা না হইবে, ততক্ষণ কোন হিংস্র জন্তু উহা পাঠকারীর ক্ষতি করিতে পারিবে না। বৃশ্চিক দংশন করিলে, কয়েকবার উহা পড়িয়া ফুক দিলে, উহার বিষ নষ্ট হইয়া যাইবে।

রাবি-ওসমান (রা.) বলিয়াছেন, আমি হযরতের নিকট শুনিয়াছি, যে ব্যক্তি তিনবার ফজরে এই দোয়া পড়িবে, সন্ধ্যা পর্যন্ত সমস্ত বালা হইতে নিরাপদে থাকিবে, আর মাগরিবে তিনবার পড়িলে, ফজর অবধি নিরাপদে থাকিবে। ওছমানের পুত্র আবান নিয়মিতরূপে এই দোয়া পড়িতেন, কিন্তু তাহার পক্ষঘাত রোগ হইয়া যায়। একজন লোক ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, এক দিবস আমি ইহা পড়ি নাই সেই দিবস এই পীড়ায় আক্রান্ত হইয়াছিলাম।

(২) يَا حَافِظُ يَا حَافِيْظُ يَا نَاصِرُ يَا نَصِيْرُ يَا رَقِيْبُ يَا وَكِيْلُ يَا اَللّٰهُ صَبْرًا اَبْرًا سَعْرًا حِصَارٌ حَتَّى السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الْاَمَانُ وَاَنَا الْخَائِفُ فَمَنْ يَّدْءُ الْخَائِفُ اِلَّا الْاَمَانَ اللّٰهُ الشَّافِيْ اَللّٰهُ الْكَافِيْ *

(২) ইয়া হাফিজু, ইয়া হাফীজু, ইয়া নাছিরু, ইয়া নাছীরু, ইয়া রাকিবু, ইয়া অকিলু, ইয়া আল্লাহু, ছাবরাছান, আবরাছান, ছা'রাছান, হিছারুন হাত্তাছ ছামায়ি অল আরদি ফাল্লাহু খায়রুন হাফিজাঁও অহুওয়া আরহামুর রাহিমীন। আল্লাহুম্মা আন্তাল আমানু, অ-আনাল খায়িফু ফামাই ইয়াদয়ুল খায়িফু ইল্লাল আমানা, আল্লাহুশ শাফী, আল্লাহুল কাফী।"

ফজর ও মাগরিবে তিন তিন বার পড়িয়া শরীরে ফুঁক দিবে।

(৩) سَلَامٌ قَوْلًا مِّنْ رَّبٍّ الرَّحِيْمِ ○ سَلَامٌ عَلٰى نُوْحٍ فِى الْعَالَمِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلٰى اِبْرَاهِيْمَ ○ سَلَامٌ عَلٰى مُوْسٰى وَهَارُوْنَ ○ سَلَامٌ عَلٰى اِلْيَاسِيْنَ ○ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خٰلِدِيْنَ ○ سَلَامٌ هِىَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ كٰهٰيٰعٓصٓ حٰمٓ عٓسٓقٓ *

(৩) "ছালামুন কাওলাম মিররাব্বির রহিম (ছূরা ইয়াসীন-৫৮)। ছালামুন আ'লা নূহিন ফিল আলামিন (ছূরা সাফ্ফাত-৭৯); ছালামুন আ'লা ইব্রাহিম (ছূরা সাফ্ফাত-১০৯)। ছালামুন আ'লা মুছা অ-হারুণ (ছূরা সাফ্ফাত-১২০)।

ফাকুল হাছবিয়াল্লাহু লা-ইলাহা ইল্লাহু, আলাইহি তাওয়াক্কালতু অহুওয়া রব্বুল আরশিল আজিম– ছুরা তাওবা: ১২৯)।

২নং
জ্বিন দৈত্যের উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকার তদবীর।

নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজর ও মাগরিবে তিন তিন বার পড়িবে।

اَعُوْذُ بِوَجْهِ اللهِ الْكَرِيْمِ وَبِكَلِمَاتِهِ التَّامَّاتِ الَّتِىْ لَايُجَاوِزُهُنَّ بِرٌّ وَّلَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَآءِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَعْرُجُ فِيْهَا وَمِنْ شَرِّ مَا نَزَلَ اِلَى الْاَرْضِ وَمِنْ شَرِّ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ طَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِلَّا طَارِقًا يَّطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمٰنُ ○

"আউজু বি-অজহিল্লাহিল কারিমি অ-বিকালিমা-তিহিত্তাম্মাতিল্লাতি লা-ইয়োজাবিজোহুন্না বিরোঁও অলা ফাজিরুন মিন শাররি মা-ইয়ানজিলু মিনাছ ছামায়ি, অ-মিন শাররি মা ইয়া'রুজু ফিহা অ-মিন শাররি ফিতানিল্লাইলি অন্নাহারি অ-মিন শাররি তাওয়ারিকিল্লাইলি অন্নাহারি ইল্লা তারিকাঁই ইয়াৎরুকু বিখাইরিন ইয়া রাহমানু।"

হযরত নবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় মে'রাজে গমন করিতে-ছিলেন, সেই সময় একটি দৈত্য অগ্নিস্ফুলিঙ্গসহ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইতেছিল। ইহাতে হযরত জিব্রাইল (আ.) তাঁহাকে উক্ত দোয়া শিক্ষা দেন, উহা পাঠ করা মাত্র সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্বাপিত হইয়া যায় এবং দৈত্যটি অর্ধোমস্তকে ভূপতিত হইয়া যায়।

৩নং
প্রত্যেক বালা হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর।

(١) بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَآءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ○

(১) "বিসমিল্লাহিল্লাজি লা-ইয়াদুর্রু মায়া'ছমিহি শাইয়ুন ফিল আরদি অলা ফিছ্‌ছামায়ি অহুওয়াছ ছামিয়োল আলিম।"

হযরত আওফ (রা.) বলিয়াছিলেন, আমরা জাহিলিয়াতের জামানায় মন্ত্র পাঠ করিতাম, এই জন্য (হযরতকে) বলিলাম, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আপনি এ সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন? তদুত্তরে তিনি বলিলেন, তোমরা আমার নিকট তোমাদের মন্ত্রগুলি পেশ কর, যদি উহাতে শিরক্ না থাকে, তবে কোন দোষ হইবে না। মেশকাত ৩৮৮ পৃষ্ঠা

১নং

বিপদ আপদ হইতে নিরাপদে থাকার তদবীর।

(১) যে ব্যক্তি নিম্নোক্ত দোয়াটি ফজর ও মাগরিবের ওয়াক্তে তিন তিন বার পড়িবে, আল্লাহ প্রত্যেক বিপদ হইতে তাহাকে নিরাপদে রাখিবেন–

بِسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ رَبِّىْ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاَنْتَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ ٥ مَا شَآءَ اللهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ ٥ اَشْهَدُ اَنَّ اللهَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ وَّاَنَّ اللهَ قَدْ اَحَاطَ بِكُلِّ شَىْءٍ عِلْمًا وَاَحْصٰى كُلَّ شَىْءٍ عَدَدًا ٥ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِىْ وَمِن شَرِّ كُلِّ دَآبَّةٍ اَنْتَ اٰخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا اِنَّ رَبِّىْ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ وَاَنْتَ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ حَفِيْظٌ ٥ اِنَّ وَلِيِّ اللهُ الَّذِىْ نَزَّلَ الْكِتٰبَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصّٰلِحِيْنَ ٥ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِىَ اللهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ٥

"বিসমিল্লাহি আল্লাহুম্মা আন্তা রব্বি লা-ইলাহা ইল্লা আন্তা আলাইকা তাওয়াক্কালতু অ-আন্তা রব্বুল আরশিল আজিম। অলা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহিল আলিয়্যিল আজিম। মাশায়াল্লাহু কানা অমালাম ইয়াশা লাম ইয়াকুন। আশহাদু আন্নাল্লাহা আ'লা কুল্লি শাইয়িন কাদির, অ-আন্নাল্লাহা কাদ আহাতা বিকুল্লি শাইয়িন ইলমাও অ-আহছা কুল্লা শাইয়িন আদাদা। আল্লাহুম্মা ইন্নি আউজুবিকা মিন শাররি নাফছি, অ-মিন শার্রি কুল্লি দাব্বাতিন আন্তা আখিজুম বিনাছিয়াতিহা, ইন্না রব্বি আ'লা ছিরাতিম মুস্তাকিমিঁও অ-আন্তা আ'লা কুল্লি শাইয়িন হাফিজ। (ইন্না অলিইয়াল্লাহুল্লাজি নাজ্জালাল কিতাবা অহুওয়া ইয়াতাওয়াল্লাছ ছালিহিন- ছুরা আ'রাফ: ১৯৬)। (ফাইন তাওয়াল্লাও

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على رسوله

سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين۔

ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলা
ও অন্যান্য পীরগণের পরীক্ষিত

তাবিজাত

প্রথম ভাগ

আমাদের দেশের অনেক লোক সর্প দংশন, জ্বিন দৈত্যের উপদ্রব, কলেরা, বসন্ত, জাদুর ক্রিয়া, মৃতবৎসা, স্বপ্নদোষ, স্বপ্নে ভয় পাওয়া ইত্যাদি তদবীর করিতে শিরক্ কাফিরিমূলক মন্ত্রপাঠ বা ঐরূপ মন্ত্র পাঠকারিদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে, ইহাতে তাহাদের ঈমান নষ্ট হইয়া যায়, এই জন্য এই তাবিজের কিতাব কয়েক খণ্ডে প্রকাশ করা হয়। ফুরফুরার জনাব হযরত শায়খুল মিল্লাতে অদ্দীন, ইমামুল-হুদা হাদিয়ে জামাঁন পীর সাহেব কিবলা, হযরত মাওলানা শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), হযরত মাওলানা শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিস দেহলভী (রহ.), ইমাম জালালুদ্দিন ছুউতি, হযরত শাহ আবদুর রহিম দেহলভী (রহ.) প্রভৃতি বড় বড় পীর বোজর্গের পরীক্ষিত তাবিজগুলি এই কিতাবে কয়েক খণ্ডে লিখিত।

হযরত রসূলে কারীম (ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলিয়াছেন–

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ اَشْرَكَ

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের দোহাই দিবে, সত্যই সে ব্যক্তি শিরক করিল।

আরও তিনি বলিয়াছেন– তোমরা তোমাদের পিতৃ-মাতৃগণের এবং প্রতিমাদিগের (দেবতাগণের) হলফ করিও না।" মেশকাত ২৯৬ পৃষ্ঠা

আপনার থেকে কোনো খারাবী হতে পরিত্রান চাচ্ছি।" তখন তিনি বললেন, তুমি যার দ্বারা পরিত্রান চেতে হয় তা করেছ। সুতরাং তোমার পরিবারের (স্বামীর) সংগে মিলিত হও।

আর শব্দটি মূলধাতু হতে উৎপত্তি হয়ে تَعَوَّذَ بِاللّٰهِ واستعاذ فاعاذه এর অর্থ হবে عوذالله منك أى أعوذ بالله منك অর্থাৎ আমি আল্লাহর নিকট আপনার থেকে সকল খারাবী হতে পরিত্রান চাচ্ছি।

আর আল্লাহ রব্বুল আলামীন কালামে পাকে এভাবে ব্যবহার করেছেন,

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ-(سورہ نحل: ٩٨)

মর্মার্থ : যখন তুমি কুরআন শরীফ পড়তে ইচ্ছা করবে তখন বল,

أَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ووسوسته-

আমি আল্লাহ তা'য়ালার নিকট নিকৃষ্ট শয়তান ও তার ওয়াসওয়াসা হতে পরিত্রান চাই।

ঐ শব্দ হতে উৎকলিত শব্দ হচ্ছে العوذة ، المعاذة ، التعويذ (তাবিজ, মুয়াজাত, আওজা) এর অর্থ হচ্ছে, মানুষ যার দ্বারা কোনো ভয়-ডর বা জ্বিনদের অনিষ্টতা হতে রুকিয়া করা হয় বা আরোগ্য করান হয়। সুতরাং যখন কোনো ব্যক্তি আল্লাহ জাল্লা জালালুহুর নাম, সিফাতসমূহ, কুরআনের আয়াতসমূহ, মুয়াওয়াজাতাইন (সূরা নাস, ফালাক) দ্বারা বা শরীয়াতের বিধানের আওতায় তাবিজ করেন তখন বলা হয়, উমুক ব্যক্তি উমুককে তাবিজ করে দিয়েছেন।

উদাহরণ-স্বরূপ কেহ বলল,

اعيذك بالله واسمائه من كل ذى شر وكل داءٍ وحاسدٍ وعينٍ-

হুজুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত,

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان يعوذ نفسه بالمعوذتين بعد ما طب-وكان يعوذ ابنى ابنته البتول عليهم السلام بهما-

অর্থাৎ হুজুরে আকরাম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুয়াওয়িযাতাইন (সূরা নাস ও ফালাক) দিয়ে তিনি তাবিজ করতেন ও তাঁর স্নেহের কন্যা

তাবিজাতের দালিলিক ব্যাখ্যা [১]

শব্দার্থ ও পরিভাষাগত ব্যাখ্যা

আল্লামা ইবনু মানজুর 'লেসানুল আরব' কিতাবের ৬ষ্ঠ খণ্ড (৫১০-৫১২পৃ.) তাবিজ শব্দের যে অর্থ ও পরিভাষার ব্যবহার বর্ণনা দিয়েছেন তার সারাংশ বাংলায় নিম্নরূপ।

তাবিজ শব্দটি আরবী تعويذ শব্দের বাংলায় ব্যবহার। আরবীতে تعويذ শব্দটি عوذ মূলধাতু হতে উৎপত্তি। যেটি باب نصر হতে ব্যবহৃত হলে তার অর্থ হয় পরিত্রাণ দেয়া বা পাওয়া বা কারও কাছে পরিত্রাণ চাওয়া। এর থেকে ব্যবহার হয় معاذ الله اى معاذا بالله অর্থাৎ আল্লাহর কর্তৃক পরিত্রান পাওয়া।

কালামে পাকের মধ্যে এর ব্যবহার করে আল্লাহ বলেন ;-

قَالَ مَعَاذَ اللهِ اَنْ نَّاْخُذَ اِلَّا مَنْ وَّجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهٗٓ اى نعوذ بالله معاذا ان نأخذ غير الجاني بجنايته۔(سورہ یوسف: ۷۹)

মর্মার্থ : আমরা যার নিকট আমাদের পণ্য পেয়েছি (সুতরাং তার ত্রুটি বা অন্যায়ের কারণে) অন্য কাউকে গ্রহণ করব এ ধরণের অন্যায় অপরাধ হতে আল্লাহর নিকট পরিত্রাণ চাচ্ছি।

হাদীস শরীফে ব্যবহার হয়েছে এভাবে ;-

وروى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه تزوج امرأة من العرب، فلما ادخلت عليه قالت أعوذ بالله منك فقال: لقد عُذْتِ بمعاذ فالحقى بأهلك۔والمعاذ فى هذا الحديث: الذى معاذ به۔

মর্মার্থ : নবী করিম ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি এক আরব রমনীকে বিবাহ করান, অতঃপর যখন তাকে তার স্বামীর নিকট পাঠান হলো তখন রমনীটি বললেন "আমি আল্লাহর ওয়াস্তে

---

১. লেখাটি উপস্থাপনে সহযোগীতা করেছেন (১) মুফতী মাওলানা মো: মুহিব্বুল্লাহ আল-ফাহাদ, (২) হযরাতুল আল্লাম আবুল ফরাহ মো: আল-আমীন, (৩) সহযোগীতা নেয়া হয়েছে মুহাক্কেকে দ্বীন জনাব লুৎফুর রহমান ফরায়েজী-পরিচালক তা'লীমুল ইসলাম ইনস্টিটিউট এন্ড রিসার্চ সেন্টার ঢাকা।

৭৯। কোমর বেদনার ঔষধ ---------- ৩১৭
৮০। বাঁকা কোমর সোজা হওয়ার উপায় ---------- ৩১৭
৮১। চক্ষুর রোগের ঔষধ ---------- ৩১৮
৮২। অর্শের ঔষধ ---------- ৩১৮
৮৩। পিত্ত দমন ---------- ৩১৮
৮৪। মস্তকের সমস্ত দূষিত বস্তু বাহির করার তদবীর ---------- ৩১৮
৮৫। হজমী গুলী ---------- ৩১৮
৮৬। কোষ্ঠ পরিষ্কার মা'জুন ---------- ৩১৯
৮৭। ধ্বজভঙ্গের পরীক্ষিত ঔষধ ---------- ৩১৯
৮৮। তেলা (নিস্তেজ পুরুষাঙ্গ) ---------- ৩২০
৮৯। বীর্য্যস্তম্ভনের (এমছাকের) ঔষধ ---------- ৩২১
৯০। যোনী ছোট করা ---------- ৩২১
৯১। শীত ঘা ---------- ৩২২
৯২। বাঁজার গর্ভ হওয়া ---------- ৩২২
৯৩। উই নিবারণ ---------- ৩২২
৯৪। পূজাল ও শুক্‌না খুজলির ঔষধ ---------- ৩২২
৯৫। বিষ নষ্ট করা ---------- ৩২২
৯৬। তলপেটে ধাতের বেদনা ---------- ৩২২
৯৭। ক্রিমি বেদনা ---------- ৩২৩
৯৮। সর্বপ্রকার বেদনা ---------- ৩২৩
৯৯। বাত ---------- ৩২৩
১০০। উম্মাদ ---------- ৩২৩
১০১। অম্লপিত্ত ---------- ৩২৪
১০২। পিত্তশূল ---------- ৩২৪
১০৩। গ্রহণী ---------- ৩২৪
১০৪। গণোরিয়া (ছুজাক) ---------- ৩২৪
▶▶ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থাবলী ---------- ৩২৫

৫০। হাঁপানি রোগের তদবীর ---------- ৩০৯
৫১। কাশ নিবারণের তদবীর ---------- ৩০৯
৫২। কফ নিবারণের তদবীর ---------- ৩১০
৫৩। ক্রিমির তদবীর ---------- ৩১০
৫৪। পোড়ার জ্বলন নিবারণ ---------- ৩১১
৫৫। রক্ত প্রস্রাব নিবারণ ---------- ৩১১
৫৬। মুখ দিয়ে রক্ত উঠা নিবারণ ---------- ৩১১
৫৭। দাঁত শূলানীর ঔষধ ---------- ৩১১
৫৮। নড়া দাঁত বসাইবার উপায় ---------- ৩১২
৫৯। কর্ণ রোগ ---------- ৩১২
৬০। অর্ধ মাথার বেদনা নিবারণ ---------- ৩১২
৬১। নাকের রক্ত নিবারণ ---------- ৩১২
৬২। শ্বেতকুষ্ঠের (ধবলের) তদবীর ---------- ৩১৩
৬৩। দাদের ঔষধ ---------- ৩১৩
৬৪। কাঁটা কিংবা লৌহ মাংসের মধ্য হইতে বাহির করার নিয়ম ৩১৩
৬৫। স্বপ্নদোষ নিবারণের তদবীর ---------- ৩১৩
৬৬। শরীর হইতে কাঁচা বা জারিত পারা বাহির করার ঔষধ ---- ৩১৪
৬৭। গাঁঠিয়া বাতে হাত পা অবশ হওয়ার ঔষধ ---------- ৩১৪
৬৮। গুল্ম বা নাভীর নীচে জমাট রক্তের ঔষুধ ---------- ৩১৪
৬৯। মুখের ক্ষত ---------- ৩১৪
৭০। আমাশয় ---------- ৩১৫
৭১। রক্তামাশয় ---------- ৩১৫
৭২। অর্ধাঙ্গ অবশ ও মুখ বেঁকার ঔষধ ---------- ৩১৫
৭৩। সূতিকা ---------- ৩১৫
৭৪। কানের পূঁজ, ব্যথা ও পানি পড়া নিবারণ ---------- ৩১৬
৭৫। তোতলা ভাব নিবারণ ---------- ৩১৬
৭৬। পালা জ্বরের ঔষধ ---------- ৩১৬
৭৭। কান কামড়ান ও দাঁতে ব্যথা ও পোকা নিবারণ ---------- ৩১৬
৭৮। মূত্র নালীর দোষ নিবারণ ---------- ৩১৬

২০। বন্ধা (বাঁজা) স্ত্রীলোকের সন্তান হওয়ার উপায় ---------- ৫৯
২১। নারীগণের প্রসবকালে কষ্ট দূর করার উপায় ---------- ৬১
২২। বাঘ, ভল্লুক বন্ধ করার তদবীর ---------- ৬১
২৩। প্লীহার তদবীর ---------- ৬২
২৪। স্মরণশক্তি ও বোধশক্তি বেশী হইবার তদবীর ---------- ৬৩
২৫। কুকুরে কামড়াইলে উহার বিষ নষ্ট করার তদবীর ---------- ৬৪
২৬। বসন্ত (গুটি) রোগের তদবীর ---------- ৬৫
২৭। কলেরা (হায়েজা) রোগের তদবীর ---------- ৬৬
২৮। বদনজরের দফা হওয়ার তদবীর ---------- ৬৮
২৯। চক্ষুর জ্যোতি বৃদ্ধি হওয়ার তদবীর ---------- ৭২
৩০। বজ্রপাত কালে পড়িবার দোয়া ---------- ৭২
৩১। হাকেমের ভয় করিলে উহার প্রতীকারের দোয়া ---------- ৭২
৩২। মহাজন ও মনিব বশীভূত করার তদবীর ---------- ৭৩
৩৩। শত্রুর ক্ষতি হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ---------- ৭৩
৩৪। নির্দোষ লোকের জেলে যাওয়ার আশঙ্কা হইলে তাহার নিস্কৃতির উপায় ---------- ৭৪
৩৫। এমতেহান (পরীক্ষায়) পাশ করার তদবীর ---------- ৭৫
৩৬। চাকুরি লাভের তদবীর ---------- ৭৫
৩৭। জাদু দফার তদবীর ---------- ৭৬
৩৮। বান দফার তদবীর ---------- ৭৭
৩৯। খাদ্য সামগ্রীতে বিষ মিশ্রিত থাকিলে উক্ত বিষ নষ্ট হওয়ার তদবীর ---------- ৭৭
৪০। দুরারোগ্য ব্যাধির আরোগ্য লাভের তদবীর ---------- ৭৮
৪১। আয়াতে শেফা : সমস্ত প্রকার পীড়া উপশম হওয়ার তদবীর ৭৮
৪২। সমস্ত প্রকার বেদনার তদবীর ---------- ৭৯
৪৩। আধ কপালে বেদনার তদবীর ---------- ৭৯
৪৪। দাঁত, মস্তক ও বায়ূ বেদনার তদবীর ---------- ৮০

৪৫। অম্ল রোগের তদবীর
৪৬। রক্তপিত্তের তদবীর
৪৭। স্ত্রীলোকের রক্তস্রাব বন্ধ
৪৮। রক্তস্রাবের ঔষধ
৪৯। জ্বর দফা হওয়ার তদবীর
৫০। রেখা বা পালা জ্বরের তদ
৫১। দ্বৈকালিন জ্বরের তদবীর
৫২। শস্যের জমি বন্ধ করার
৫৩। যে স্ত্রী স্বামীর বাড়ী হইতে
৫৪। জমিতে বেশী ফসল জন্মি
৫৫। চোর ধরিবার উপায়
৫৬। মৃগী রোগের তদবীর
৫৭। জাদু ও বান বন্ধ করার
৫৮। সর্প দংশনের তদবীর
৫৯। তাগা বাঁধার নিয়ম
৬০। জ্বিন সর্প রূপ ধরিয়া দং
৬১। কোন হিংসুক ওঝা রোগী রাখিলে, উহার প্রতিকার
৬২। সম্মান ও ইজ্জত লাভের
৬৩। কাপড়, চুল কাটার ও ম
৬৪। বাড়ী বন্ধ করার তদবীর
৬৫। জ্বিন সংক্রান্ত তদবীরকা
৬৬। জ্বিন ভূতগ্রস্ত লোকের
৬৭। জ্বিন ভূত ধৃত করার তদ
৬৮। সমস্ত পীড়ার জন্য তৈল
৬৯। খতমে-খাজাগান

সূচীপত্র

▶▶ প্রকাশকের কথা ---------- ৭
▶▶ তাবিজাতের দালিলিক ব্যাখ্যা ---------- ২৯

প্রথম ভাগ

১। বিপদ আপদ হইতে নিরাপদে থাকার তদবীর ---------- ৪৮
২। জ্বিন দৈত্যের উপদ্রব হইতে নিরাপদে থাকার তদবীর ---------- ৪৯
৩। প্রত্যেক বালা হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ---------- ৪৯
৪। কুকুরের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ---------- ৫১
৫। ব্যাঘ্র, ভল্লুক, সর্প ও বৃশ্চিক হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ---------- ৫১
৬। সর্প দংশন হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ---------- ৫২
৭। ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও জাদু হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ---------- ৫২
৮। চোর, দস্যুর উপদ্রব হইতে রক্ষা পাওয়ার তদবীর ---------- ৫৩
৯। কলেরা, বসন্ত ইত্যাদি সংক্রামক পীড়া দেখিয়া পড়িবার দোয়া ৫৩
১০। ভয়াবহ স্বপ্ন হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ---------- ৫৩
১১। বালকদিগের জ্বিন, ভূত, বদনজর হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ৫৪
১২। অগ্নিদাহ, চুরি ও নদীতে ডুবিয়া যাওয়া হইতে রক্ষা পাওয়ার উপায় ---------- ৫৪
১৩। নৌকা, রেল, ঘোটক ইত্যাদির উপর আরোহণ কালের দোয়া ৫৫
১৪। রুজিতে বরকত হওয়ার আমল ---------- ৫৫
১৫। কর্জ আদায়ের দোয়া ---------- ৫৫
১৬। দোকানে বস্তু বেশী বিক্রয় হওয়ার তদবীর ---------- ৫৬
১৭। যে স্ত্রীলোকের সন্তান পেটে নষ্ট হইয়া যায় তাহার তদবীর ---------- ৫৬
১৮। যে স্ত্রীলোকের সন্তান কিছু দিবস জীবিত থাকিয়া মরিয়া যায়, তাহার সন্তান বাঁচিয়া থাকার তদবীর ---------- ৫৮
১৯। যে স্ত্রীলোকের কেবল কন্যা হয় পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে না তাহার তদবীর ---------- ৫৯

ফুরফুরার জনাব পীর ছাহেব কেবলা
ও অন্যান্য পীরগণের পরীক্ষিত
কুরআন, সুন্নাহর আলোকে

তাবিজাত

[আমল, তদবীর ও চিকিৎসা]

(প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভাগ একত্রে)

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ ইমামুল মিল্লাতে অদ্দীন, শায়খুল হুদা,
হাদিয়ে জামা'ন, সুপ্রসিদ্ধ পীর জনাব মাওলানা শাহ সূফী

মোহাম্মদ আবু বকর সাহেব

কর্তৃক অনুমোদিত।

জেলাঃ ২৪ পরগণা, পোঃ টাকী, সাং নারায়ণপুর নিবাসী
বঙ্গের আলেমকূল শিরোমণি, খাদেমুল ইসলাম,

মোহাম্মদ রুহুল আমিন কর্তৃক

প্রণীত।

প্রকাশনায়

দারুস্ সুন্নাত পাবলিকেশন্স

৬৬ প্যারিদাস রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবা : ০১৮২৩৭২৫৬০৩, ০১৫৭৫৪১৫০৪১
E-mail : darussonnatpublications@gmail.com